بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

খুতবা জুমআ

আল্লাহতাআলা স্বীয় ওয়াদা বা প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী আঁ হযরত (সাঃ) এর নিবেদিত প্রাণ ও দাসকে প্রেরণ করে পুনরায় ইসলামকে পুনরুজ্জীবিত করেন। সেই সমস্ত ব্যক্তিরা নিশ্চিতরূপে সৌভাগ্যশালী ছিলেন যাঁরা চৌদ্দশত বছর পর আবার সদ্য সদ্য ওহী বা ঐশীবাণীর আবির্ভাব হওয়ার যুগ পেয়েছেন এবং হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর বয়াতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে তা হতে সরাসরি উপকৃত হয়েছেন। * যে তীব্রতার সহিত পৃথিবী ধ্বংসের দিকে ধাববান হচ্ছে সে জন্য জামাতের সদস্যদের দোয়ার দিকে মনোযোগ দেওয়া উচিৎ। এছাড়াও সাবধানতা অবলম্বনে যে ব্যবস্থাগুলি নেওয়ার জন্য আমি বিগত বছরগুলিতে জামাতের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলাম সেদিকেও দৃষ্টি দিন। আল্লাহতাআলা প্রশাসনগুলি এবং শক্তিগুলিকে বুদ্ধি দিন যেন পৃথিবীকে ধ্বংসের দিকে এবং বিনাশের দিকে না নিয়ে যায়।

সৈয়দনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদ বায়তুল ফুতুহ্, লন্ডন হতে প্রদত্ত ৪ঠা ডিসেম্বর, ২০১৫-এর জুমআর খুতবার কিয়দংশ

তাশাহুদ, তাউজ ও সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর (আইঃ) বলেন যে,- আল্লাহতাআলা স্বীয় ওয়াদা বা প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী আঁ হযরত (সাঃ) এর নিবেদিত প্রাণ ও দাসকে প্রেরণ করে ইসলামকে পুনরুজ্জীবিত করেন। সেই সমস্ত ব্যক্তিরা নিশ্চিতরূপে সৌভাগ্যশালী ছিলেন যাঁরা চৌদ্দশত বছর পর আবার সদ্য সদ্য ওহী বা ঐশীবাণীর নাজিল বা আবির্ভাব হওয়ার যুগ পেয়েছেন এবং হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর বয়াতের অন্তর্ভূক্ত হয়ে তা হতে সরাসরি উপকৃত হয়েছেন। যদি মানুষ কল্পনার দৃষ্টিতে দেখে যে কিভাবে সেই সাহাবারা হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর সংস্পর্শে নিজেকে দন্ডায়মান দেখে নিজের ভাগ্যের জন্য আল্লাহতাআলার প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রদান করেন তখন হৃদয়ের অদ্ভুত অনুভূতির সৃষ্টি হয়। আল্লাহতাআলা কিরূপে নিজ প্রতিজ্ঞা পালনে সচেষ্ট যে, তিনি যখন বললেন যে, আমিও এমন কিছু মানুষ সৃষ্টি করবো যারা অগ্রবর্তীদের সহিত মিলিত হবে, তো ওহী বা ঐশীবাণীর সদ্য সদ্য নিদর্শন আঁ হযরত (সাঃ) এর দাসের মাধ্যমে দেখিয়ে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এর বয়াতের অন্তর্ভূক্তকারীদের বিশ্বাস বা ঈমানকে দৃঢ়তর করে দেয়। তারা প্রত্যেক প্রভাতে এই অনুসন্ধানের সহিত নিজের দিন শুরু করতেন যে খোঁজ নেওয়া যাক যে, আজ হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এর উপর কোন্ ঐশীবাণীর আগমন হোল। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) বলেন যে,- আমাদের এই স্বভাব ছিল, আমার অবস্থা এরূপ ছিল যে এদিকে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) নামাজের জন্য প্রস্থান করেন আর তৎক্ষণাৎ আমরা তাঁর খাতা খুলে দেখতাম যে কি টাটকা ঐশী বাণীর আবির্ভাব হোল। অথবা স্বয়ং মসজিদে পৌঁছে তাঁর মুখ হতে শুনতাম।

সুতরাং এইরূপ অভিরুচি এজন্য ছিল যে নিজ ঈমান বা বিশ্বাসকে অধিক নবীকরণ করা যায়, দৃঢ় করা যায়। এ হতে উপকৃত হওয়া যায়। আল্লাহতাআলার কৃতজ্ঞভাজন হন ও প্রশংসা করুন যাঁর কৃপায় আপনার হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এর উপর বিশ্বাস আনয়নের সৌভাগ্য অর্জন হয়েছে। আবার কখনও এরূপও হয় যে, কোন কোন সাহাবীর উপস্থিতিতে ইলহাম বা ঐশী বাণী হোত এবং সেই সৌভাগ্যশালী ব্যক্তিও আল্লাহতাআলার ঐশীবাণী শুনতেন। কখনও এমনও অবস্থা হোত যে পাশে উপবিষ্ট অবস্থায় তাঁরা শুনতেন। এমনই এক পুণ্যবান ব্যক্তির উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) বলেন যে,- আমার স্মরণ আছে যে, হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এর এক দিব্যবাণী যার প্রারম্ভে 'আররাহা' ছিল যা বিশেষ একটি রুকুর সমান ছিল তা এমন অবস্থায় অবতরণ হোল যখন হযরত সাহেবের কিডনীতে যন্ত্রণার সমস্যা ছিল, এবং সৈয়দ ফজল শাহ সাহেব তাঁর শরীর টিপছিলেন। অর্থাৎ তাঁর এটি বিশেষ সৌভাগ্য লাভ হয় যে তাঁর উপস্থিতিতে শরীর টিপতে টিপতে হযরত সাহেবের উপর ঐশী বাণীর অবতরণ হয় এবং ঐশীবাণীটিও এমন ছিল শব্দগুলি কখনও কখনও উচ্চস্বরে তাঁর মুখ হতে নি:সৃত হয়ে যেত। এই দিব্যবাণী যার তিনি উল্লেখ করছেন, তা ঐ ঘটনা ও মোকদ্দমা সংক্রান্ত ছিল যখন মির্যা আলাউদ্দিন সাহেব প্রভৃতিরা দেওয়াল তুলে রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছিল। আদালতে যে কাগজপত্র উপস্থাপন করা হয়েছিল তার পরিপ্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত বিরোধীদের পক্ষে পরিলক্ষিত হচ্ছিল। বরং তারা এ রটনা করে দিয়েছিল যে খুব শীঘ্র মোকদ্দমা বরখাস্ত হয়ে যাবে পরন্তু যেভাবে আল্লাহতাআলা তাঁকে সংবাদ দিয়েছিলেন সেভাবেই ঘটল এবং শেষ পর্যায়ে এমন একটি প্রমাণপত্র হাতে আসে যাতে মির্যা ইমাম দ্বীন সাহেবের সাথে হযরত মির্যা গোলাম মুর্তজা সাহেবের অর্থাৎ মসীহ মাওউদ (আঃ)এর শ্রদ্ধেয় পিতাও সেই সম্পত্তির সমঅধীকারী ছিলেন বলে প্রমাণিত হয় তাই আদালত তাঁর (আঃ) এর পক্ষে রায় বা সিদ্ধান্ত প্রদান করে এবং প্রাচীর ভেঙ্গে ফেলার আদেশ দেয়। এই ঐশীবাণীটিও নিজের মধ্যে এক প্রাধান্যতা রাখে। সুতরাং এই ঐশীবাণী প্রচন্ড মহিমার সহিত পূরণ হোল এবং বিভিন্ন স্থানে তিনি (আঃ) এটির উল্লেখ করে গেছেন।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এর মজলিস বা সভার উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) এক স্থানে বলেন যে,- আমার কানে এখনও সেই শব্দ প্রতিধ্বনিত হচ্ছে যা আমি হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর নিকট হতে সরাসরি শুনেছি। তিনি

বলেন যে- আমি খুবই ছোট ছিলাম কিন্তু আমার নিত্যদিনের কাজ বা রীতি ছিল যে আমি হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এর সভায় বসে থাকতাম এবং তাঁর কথা শুনতাম। তিনি বলেন,- আমি সেই সভাগুলিতে এত বেশী সমস্যাবলী শুনেছি যে যখন তাঁর পুস্তকাবলী পড়া হয় তখন এরূপ মনে হয় যে সমস্ত ঘটনাবলী আমার পূর্ব হতেই শোনা। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর অভ্যাস ছিল যে তিনি দিনের বেলা যা কিছু লিখতেন তা সন্ধ্যায় মজলিস বা সভায় এসে বর্ণনা করে দিতেন এজন্য তাঁর (আঃ)এর সমস্ত কথা আমার মুখস্থ এবং আমি সেই অর্থগুলিকে ভালরূপ বুঝি যা হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এর উপদেশাবলী ও তাঁর (আঃ)এর শিক্ষানুযায়ী ছিল।

আবার প্রকৃত ঈমান এর বিষয়ে উল্লেখ করতে গিয়ে এক স্থানে তিনি বলেন,-এক মায়ের তার বাচ্চার সেবার জন্য যদি শুধুমাত্র দলিল বা যুক্তি দেওয়া যায় এবং বলা হয় যে যদি তুমি সেবা না করবে তবে গৃহের ব্যবস্থাপনা ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে এবং এই হবে সেই হবে এই যুক্তি তার উপর এক মিনিটের জন্যও প্রভাব ফেলবে না। মাকে তার বাচ্চার সেবার জন্য কোন যুক্তি বা দলিলের দ্বারা বাধ্য করা সম্ভব নয়। সে যদি সেবা করে তবে তা একমাত্র সেই ভালবাসা ও উদ্দীপনার দরুণ হয়ে থাকে যা তার হৃদয়ের মাঝে সহজাতভাবে কর্মরত থাকে। এজন্য হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলতেন যে,- ঈমানুল আযায়েজ অর্থাৎ এক বৃদ্ধা মহিলার মধ্যে যে ঈমান বা বিশ্বাসের দৃঢ়তা থাকে সেটিই মানুষকে হোঁচট খাওয়া হতে রক্ষা করে থাকে। নতুবা তারা যারা অজুহাত ও বাহানার সহিত কাজ নেয় এবং প্রতি পদে দাঁড়িয়ে গিয়ে প্রশ্ন করে বসে যে অমুক নির্দেশ কেন দেওয়া হোল এবং অমুক কাজটি কেন করতে বলা হোল তারা কখনও কখনও হোঁচট খেয়ে বসে এবং তাদের অবশিষ্ট ঈমান বা বিশ্বাসও বিনষ্ট হয়ে যায় কিন্তু দৃঢ় বা পূর্ণ ঈমানের অধিকারী ব্যক্তি স্বীয় ঈমানের ভিত্তি অভিজ্ঞতার ও পর্যবেক্ষণের উপর দাঁড় করায়। তারা অপরের যুক্তিগুলিকে শ্রবণ অবশ্যই করে কিন্তু তাদের আপত্তিসমূহ দ্বারা প্রভাবিত হয় না কেননা তারা খোদাতাআলাকে নিজ আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে দেখে রেখেছে। আবার তিনি দৃষ্টান্ত দেন মুনসী আরোরা খান সাহেবের যিনি হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এক সাহাবী ছিলেন। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) বলেন,- তাঁর একটি কৌতুক ঘটনা আমার স্মরণ আছে, এর পূর্বেও আমি এই ঘটনার উল্লেখ করেছি। তিনি বলেন,- তিনি (মুনসী আরোরা খান সাহেব) বলতেন যে, আমাকে কতক ব্যক্তি বলেছে যে, যদি আপনি মৌলবী সানাউল্লাহ সাহেবের বক্তৃতা একবার শুনে নেন তখন আপনি জানতে পারবেন যে মির্যা সাহেব সত্য কি না। তিনি বলেন যে,- আমি একবার তার অর্থাৎ মৌলবী সানাউল্লাহ সাহেবের বক্তৃতা শুনে নিই, পরে লোকেরা আমাকে প্রশ্ন করে যে এবার বলুন এত প্রকারের যুক্তি-দলিলের পরও কি মির্যা সাহেবকে সত্যবাদী আখ্যায়িত করা যেতে পারে? তিনি (হযরত মুসলেহ মাওউদ রাঃ) বলেন,- তিনি বলেন অর্থাৎ মুনসী সাহেব বলেন,- আমি তো মির্যা সাহেবের পবিত্র মুখমন্ডল দেখেছি, তাঁর চেহারা মোবারক দেখার পর যদি মৌলবী সানাউল্লাহ সাহেব দুই বছরও আমার সামনে বক্তৃতা করতে থাকে তবুও তার বক্তৃতার প্রভাব আমার উপর পড়বে না এবং আমি এটিও বলতে পারবো না যে সেই চেহারাটি মিথ্যাবাদীর চেহারা। নি:সন্দেহে তার আপত্তিসমূহের কোন জবাব আমার কাছে নেই, আমি তো এটাই বলবো যে হযরত মির্যা সাহেব সত্যবাদী। যদিও প্রজ্ঞা বা হিকমত জানা এক নিখুঁত পুণ্যবান ব্যক্তির জন্য জরুরী নয় কারণ তার বিশ্বাস ও বুদ্ধির ভিত্তিতে হয় না বরং পর্যবেক্ষণের উপর ভিত্তি করে হয়ে থাকে।

মুনসী আরোরা খান সাহেবের একটি ঘটনা আছে। এই কারণেও এই ঘটনাটি উপস্থাপন করার প্রয়োজন ছিল যাতে আমরা খোদাতাআলাকে নিজ আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে দেখার জন্য এবং এটি খোদাতাআলার সহিত সম্পর্ক বৃদ্ধিতেই সম্ভবপর এবং এভাবে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এর উপর বিশ্বাসও সে সময় পূর্ণতালাভ করবে যখন এই কথাটির উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে যে আল্লাহতাআলা তাঁকে এ যুগের সংসোধনের জন্য প্রেরণ করেছেন এবং এটি সময়ের চাহিদাও বটে। সময় এ দাবিও করছে। এ যুগে একজন সংশোধনকারীর আগমনের প্রয়োজন ছিল, মসীহ মাওউদের আগমনের প্রয়োজন ছিল। পৃথিবীর বর্তমান পরিস্থিতিই হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এর সত্যতার প্রমাণ, এছাড়া কোন যুক্তির প্রয়োজনীয়তাই নেই কারণ এই বিভ্রান্ত বা পথভ্রষ্ট যুগের ব্যাপারে আঁ হযরত (সাঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। সুতরাং আল্লাহতাআলার সহিত সম্পর্ক থাকলে আবার তার ভয়ও থাকলে বিদূষণ দাবি করারও প্রয়োজন হয় না বহুল যুক্তি প্রমাণেরও প্রয়োজন হয় না। যুগের প্রয়োজন এবং তাঁর জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত তাঁর (আঃ) এর সত্যতার প্রমাণস্বরূপ। অতএব আমাদের সর্বদা এটি স্মরণ রাখা উচিৎ এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে নিজ ঈমানকে দৃঢ় করতে থাকা উচিৎ এবং এ যুগের পয়োজনীয়তা খোদা করুন এর অনুভূতি অপরাপর মুসলমানদের মাঝেও যেন সৃষ্টি হয় এবং তারাও যুগের ইমামকে মেনে নিক।

হযরত মুনসী আরোরা খান সহেবের আন্তরিকতার উল্লেখ করতে গিয়ে এক স্থানে হযরত মুসলেহ মাওউদ বর্ণনা করেন যে,- প্রয়াত মুনসী সাহেব মাসে একবার অবশ্যই কাদিয়ানে আসতেন এবং যেদিন তাঁর কাদিয়ান আসার সুযোগ হোত তো তাঁর দপ্তরের উচ্চ পদস্থ কর্মচারী বা অফিসার দপ্তরের অন্যান্য কর্মচারীদের বলে দিতেন যে আজ কাজ শীঘ্র সমাপ্ত হওয়া চাই কারণ মুনসী সাহেব কাদিয়ান যাবেন, যদি তাঁর যাওয়া না হয় তবে তাঁর হৃদয় হতে যে আহাজারি উদ্ভূত হবে তাতে আমি ধ্বংস হয়ে যাব এবং এভাবে সর্বদা তাঁকে সঠিক সময়ে কর্মমুক্তি দিতেন। অফিসার যদিও হিন্দু ছিলেন কিন্তু তাঁর পুণ্যকর্ম নিষ্ঠা বা আনুগত্য এবং দোয়া গৃহীত হওয়ার কারণে তার উপর এমন প্রভাবাচ্ছন্ন ছিল যে সে নিজে নিজেই তাঁর কাদিয়ান আসার সময় মুক্ত করে দিতো এবং বলতো যে, যদি ইনি কাদিয়ান যেতে না পারেন তবে এঁর হৃদয় নি:সৃত আহাজারি হতে রক্ষা পাব না।

তাই এই সমস্ত বুজুর্গদের অন্যান্যদের উপরও প্রভাব ছিল যারা হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এর পবিত্র মুখমন্ডল

দেখেছিলেন এবং আন্তরিকতায় অগ্রগণ্য ছিলেন। আল্লাহতাআলার সহিত তাঁর এক গভীর সম্পর্ক ছিল। হযরত মুসলেহ মাওউদ বলেন যে,- মানুষ যেরূপ আল্লাহতাআলার সহিত লেনদেন করে, যেরূপ ব্যবহার করে সেরূপেই আল্লাহতাআলাও তাদের সাথে করে থাকেন। সুতরাং যে পদ্ধতিতে মানুষ নিজের হৃদয়কে তাঁর জন্য বিগলিত করবে সেই পদ্ধতিতে আল্লাহতাআলাও তার সহিত ব্যবহার করে থাকেন। পৃথিবী তাকে প্রহার করে, তাকে গালিগালাজ করে, তাকে পদদলিত করার চেষ্টা করে কিন্তু প্রত্যেক সময় নিমজ্জিত হওয়ার পরও 'বল'এর ন্যায় পুনরায় উত্থাপিত হয়। এরূপ মোমিনদের সর্ব প্রকার বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও আল্লাহতাআলা ঈমানে বর্ধিত করেন এবং এটিই প্রকৃত জামাত যা উন্নতি করে থাকে এবং এমন বিশ্বাস সৃষ্টি করা উচিৎ। সুতরাং নিজের হৃদয়কে এরূপ বানাও ও এমনই ভালবাসা জামাতের প্রতি সৃষ্টি করো তারপর দেখো তোমাদের আল্লাহতাআলা কিভাবে উন্নীত করেন। যারা খোদাতাআলার হয়ে যায় তাদের তো যাচনা করারও প্রয়োজন হয় না। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) বলেন যে,- এর এরূপ অর্থ নয় যে তারা দোয়া করেন না বরং কখনও কখনও পূর্ণ মোমিনের উপর এমন অবস্থা এসে পড়ে। কিছু এই সম্পর্কের কারণে আল্লাহতাআলার সহিত আবদারও করে থাকে, আল্লাহতাআলা স্বয়ং আমাদের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করবেন কিন্তু এই পর্যায় বা মর্যাদা এমনিই অর্জিত হয় না। এ মনে কোর না যে তুমি এমনই বসে থাকবে নিজ হৃদয়ে ভালবাসা সৃষ্টি করবে না। নামাজগুলিতে নমনীয়তা ও নীচাবস্থা সৃষ্টি করবে না। সাদকা, ভিক্ষা ও চাঁদায় অবহেলা করবে। মিথ্যা ও প্রতারণার ভিত্তিতে কাজ করবে এবং তবুও আল্লাহতাআলার বিশেষ কৃপার অধিকারী হয়ে যাবে, তা কদাপি সম্ভব নয়।

আল্লাহতাআলার সহিত সম্পর্ক কিরূপ নিদর্শনাবলী দেখায় সে সম্পর্কে হযরত মুসলেহ মাওউদ বলেন যে,- আমার হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর নিকট হতে শোনা যে, এক সময় সম্ভবত হারুন আল রশীদ এর যুগে এক বুজুর্গ যিনি আহলে বয়াতের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন এবং যাঁর নাম মুসা রাজা ছিল এই অজুহাতে তাঁকে কারারুদ্ধ করা হয় যে তাঁর দ্বারা বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য সৃষ্টির সম্ভাবনা আছে। এক সময় মধ্যরাত্রে এক সৈনিক তাঁর নিকট কারাগারে আসে তাঁর মুক্তিনামা নিয়ে। সেই ব্যক্তি বড়ই আশ্চর্যান্বিত হলেন যে এটা কিভাবে সম্ভব হোল যে আমার মুক্তির অনুমতি এসে গেল। যখন সেই ব্যক্তি বাদশাহ বা রাজার সহিত দেখা হোল তখন জিজ্ঞাসা করেন যে, কি এমন কথা হোল যে আমাকে হঠাৎ মুক্তি দেওয়া হোল। বাদশাহ বলেন যে,- কারণ টি ছিল এই যে,- আমি নিদ্রাচ্ছন্ন ছিলাম এমন সময় আমি স্বপ্নে দেখলাম যে কেউ এসে আমাকে জাগ্রত করে। স্বপ্নেই আমার চক্ষু খুলে যায়, আর আমি জিজ্ঞাসা করি যে আপনি কে, তো জানা গেল তিনি হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম আমার জন্য কি আদেশ আছে? তখন তিনি বলেন যে,- হারুন আল রশীদ, কি ব্যাপার! যে তুমি এখানে স্বাচ্ছন্দ্যে নিদ্রা যাচ্ছ আর আমার এক পুত্র কারাগারে আছে? এটি শুনে আমার উপর এমন ভয়ঙ্কর অবস্থার আচ্ছাদন হোল যে সেই মুহূর্তেই আমি মুক্তিনামা পাঠাই।

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) আবার এক দৃষ্টান্ত দেন হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এর প্রেমীর সেই প্রয়াত মুনসী আরোরা খান সাহেবের হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এর ভালবাসার পাত্রদের মধ্যে ছিলেন। তাঁর রীতি ছিল ও তিনি চেষ্টা করতেন প্রত্যেক জুমআ বা রবিবার কাদিয়ান পৌঁছাতে। সুতরাং যখনই কর্মমুক্তি পেতেন এখানে এসে যেতেন এবং মাসে একবার অন্তত: এর পূর্বেও উল্লেখ করেছি যে, তিনি যখন আসতেন তখন যাত্রাকালের এক অংশ পায়ে হেঁটে অতিক্রম করতেন যাতে কিছু টাকা বাঁচানো যায় এবং সেই টাকা হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এর পরিসেবায় দান করতে পারেন। তাঁর বেতন সেই সময় অতি স্বল্প ছিল। সম্ভবত: পনের-কুড়ি টাকা হবে এবং তা দ্বারা তিনি শুধুমাত্র গোটা মাস কালযাপনই করতেন না বরং যাত্রা-খরচও তা হতে করতেন এবং হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এর সেবায়ও উপঢৌকন স্বরূপ দান করতেন। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) বলেন,- আমি সর্বদা তাঁকে একটি মাত্র কোট পরিহিত দেখেছি দ্বিতীয় কোট আমি তাঁকে সারা জীবনে কখনও দেখিনি। তিনি লুঙ্গি পরিধান করতেন এবং অতি সাধারণ একটি কুর্তা বা জামা পরিহিত থাকতেন। তাঁর বড়ই আকাঙ্খা থাকতো যে তিনি অল্প অল্প কিছু টাকা সঞ্চয় করে হযরত মসীহ মাওউদ (অঃ) এর পরিসেবায় উপহার হিসাবে একনিষ্ঠতাস্বরূপ তা দিতে পারেন। ধীরে ধীরে নিজ ন্যায়পরায়ণতার কারণে উন্নতি করতে থাকেন এবং (তহশীলদার) বড় অফিসার হয়ে যান।

এরপর তাঁর যে প্রসিদ্ধ যে ঘটনাটি তা হোল হযরত মুসলেহ মাওউদ বলেন যে,- হযরত মসীহ মাওউদ (অঃ) এর মৃত্যুর পর একদিন তিনি এলেন আর আমাকে বাইরে ডেকে পাঠালেন এবং বড়ই আতিশয্যের সহিত কান্না আরম্ভ করে দেন, হযরত মুসলেহ মাওউদ বলেন আমি বুঝলাম না এর কারণটি কি। এরপর তিনি তিনটি বা চারটি সোনার পাউন্ড বা পয়সা বার করে দেন আর বলেন, এটি আমি হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) কে দেওয়ার আকাঙ্খা করেছিলাম কিন্তু সৌভাগ্য লাভ হতে পারেনি এবং এখন যখন এ সৌভাগ্য অর্জন করতে পারলাম তখন হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)পৃথিবীতে নেই এবং পুনরায় তীব্রতার সহিত কান্না আরম্ভ করে দেন। তাই হযরত মুসলেহ মাওউদ বলেন যে,- এটিই হোল প্রেম বা ভালবাসা। যদি পার্থিব ঐশ্বর্য প্রকৃত ঐশ্বর্য হয়ে থাকে এবং আমাদের তা হতে সত্য সত্যই যদি উপকার সাধন হয়ে থাকে তার উল্লেখ করতে গিয়ে একটি ঘটনা বলেন যে,- পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বহু আছে এবং যদি আমাদের প্রকৃত সুখ বা স্বাচ্ছন্দ্য লাভ হয় তবে এক মোমিন বা পুণ্যবান ব্যক্তির হৃদয় তা ব্যবহার করতে গিয়ে নিঃসন্দেহে দৃঃখীত হয় যে এই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য তো রসূল করীম (সাঃ) এর পাওয়ার উপযুক্ত ছিল। হযরত আয়েশা (রাঃ) এর একটি ঘটনা পাওয়া যায় যে, যখন তাঁর নরম আটার রুটি প্রাপ্ত হয় তখন তিনি অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠেন যে আঁ হযরত (সাঃ) এর যুগে এটি উপলব্ধ বা সহজলভ্য ছিল না যে কারণে তিনি (সাঃ) মোটা বা পুরু আটার রুটি খেতেন।

এক ব্যক্তি এই প্রসঙ্গে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর সহিত ভালবাসার সম্পর্কের দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে একটি ঘটনা লেখেন যে,-

হযরত মুসলেহ মাওউদ বলেন- এটি বলার পরে যে এই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য যদি উপযুক্ত ছিল তো তা একমাত্র আঁ হযরত (সাঃ) এর নিমিত্তে এবং এরপর তাঁর নিবেদিত প্রাণ হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এর নিমিত্তে ছিলা। তিনি বলেন, আমি ছোটই ছিলাম হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর যুগে আমার শিকারের শখ জন্মায়। একটি হাওয়াই বন্দুক আমার নিকট ছিল 'এয়ার গান' যা দিয়ে আমি শিকার করে গৃহে নিয়ে আসতাম। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) যেহেতু খুবই স্বল্প আহার করতেন এবং তাঁকে মানসিক কর্ম বেশি করতে হোত এবং আমি স্বয়ং তাঁর নিকট ও অন্যান্যদের মুখে শুনেছিলাম যে যারা মানসিক শ্রম বেশী করেন তাঁদের জন্য শিকারকৃত মাংস উপকারী হয়ে থাকে তাই আমি সর্বদা শিকারকৃত মাংস তাঁর (আঃ) এর সেবায় নিয়োজিত করতাম। তাই যখন মানুষ নিজ প্রেমীর সহিত ভালবাসা চরম পর্যায়ে হয়ে থাকে তখন হয় সে কোন জিনিসেই স্বস্তি অনুভব করে না অথবা স্বস্তি অনুভব করলে বলে যে, এর অধিকার একমাত্র সেই প্রেমীরই।

হুক্কার বদ অভ্যাসে লিপ্ত এক ব্যক্তির ঘটনা শোনাবার পর হুযূর (আইঃ) বলেন যে,- এবার এই হুক্কা পানের নেশায় লিপ্ত এক ব্যক্তির বদ-অভ্যাসের দরুণ কাদিয়ানের সুন্দর পরিবেশ বিঘ্নিত হচ্ছিল এবং অপরদিকে সেই সুন্দর পুণ্য পরিবেশ হতে নিজেকে কোনও প্রকারে মুক্ত করে সেই ব্যক্তি পলায়ন করে এবং তার ফলে ধর্মীয় শিক্ষালাভের সুযোগ হতে বিচ্ছিন্ন থেকে যায়, হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এর সাহচর্য্য পাওয়া হতেও বিচ্ছিন্ন থেকে যায়, এটি ঐ সমস্ত নেশাকারীদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয়।

এবার আমি পৃথিবী যে অবস্থার সম্মুখীণ হচ্ছে সে সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু বলবো, যে তীব্রতার সহিত পৃথিবী ধ্বংসের দিকে ধাববান হচ্ছে সে জন্য জামাতের সদস্যদের দোয়ার দিকে মনোযোগ দেওয়া উচিৎ। নামেমাত্র ইসলামী প্রশাসন যা ইরাক ও সিরিয়ায় প্রতিষ্ঠিত তার বিরুদ্ধে এবার পশ্চিমী শাসনগুলি ফ্রান্সের নিসৃংশ ঘটনার পরে যে ভীষণ প্রতিক্রিয়া করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে এবং বায়ু-আক্রমণের যে চক্রান্ত করছে বরং আরম্ভ করে দিয়েছে যদি এই সমস্ত প্রশাসন এই আক্রমণ করতেই চায় তবে তাদের উপর করুক যারা অত্যাচার করছে, এই আক্রমণে আল্লাহতাআলা নিরীহ- নির্দোষ সাধারণ মানুষদের নিরাপদে রাখুন। সিরিয়া প্রভৃতি দেশে বসবাসকারী বেশিরভাগ তো একই চক্রে পিষ্ট হচ্ছে। না ওখানকার রাস্তা নিরাপদ আছে না এখানকার রাস্তা। আবার প্রতিবেশী মুসলমান দেশগুলিও এই নৈরাজ্য বন্ধ করার প্রতি সজাগ নয়। উচিৎ তো এটাই ছিল স্বয়ং প্রতিবেশী দেশগুলি মিলিতভাবে ওখানকার শাসনব্যবস্থাকে সাহায্য করে সেই নৈরাজ্যকে শেষ করতো। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত: মুসলমান দেশগুলির শাসকবর্গও নিজ নিজ দেশে অন্যায় এবং অত্যাচার করে চলেছে। এমন জটিল অবস্থার সৃষ্টি হয়ে পড়েছে যে বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এমনকি ছোট আকারে বরং আমাদের এটি বলা উচিৎ যে বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। বর্তমানে এখানকার বহু দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিরা এই কথাটি স্বীকার করা শুরু করে দিয়েছে এবং লেখাও আরম্ভ করে দিয়েছে যে বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে। এই বিষয়টির দিকে আমি বিগত কয়েক বছর ধরে মনোযোগ আকর্ষণ করছিলাম এখন এরাও এই বিষয়ে কথা বলা আরম্ভ করে দিয়েছে কিন্তু এখনও এটিই মনে হচ্ছে যে ন্যায়ের আশ্রয় এরা নেবে না। না বৃহৎ শক্তিগুলি আর না মুসলমান শাসকবর্গ এ দিকে দৃষ্টি দিচ্ছে। বাহ্যিকভাবে এটাই মনে হয় যে নামেমাত্র ইসলামী শাসকবর্গের বিরুদ্ধে সবাই মিলিতভাবে কাজ করছে। তাই যদি এটিকে শেষ করা হয় বা শেষ করা যায় তবেই শান্তির অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে, কিছু পরিস্থিতি এদিকেই ইঙ্গিত করছে। এই অরাজকতা শেষ হয়ে গেলেও অবস্থার সংশোধন তবুও সম্ভব নয় বরং এরপর বৃহৎ শক্তিগুলির পরস্পরের মধ্যে টানাটানি শুরু হয়ে যাবে এবং আশ্চর্য্যের কোন কারণ নেই যে যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে কারণ রাশিয়া এবং অন্যান্য পশ্চিমী শক্তিগুলির নিজেদের মধ্যে রেশারেশী বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং জানা কথা সাধারণ মানুষই মরবে। বিগত যুদ্ধগুলিতেও আমরা এটাই দেখেছি। সাধারণ ব্যক্তিই মরে। নিরীহ ব্যক্তিরাই মরে। তাই দোয়ার খুবই প্রয়োজন। আল্লাহতাআলা পৃথিবীকে ধ্বংসের হাত হতে রক্ষা করুন। এছাড়াও সাবধানতা অবলম্বনে যে ব্যবস্থাগুলি নেওয়ার জন্য আমি বিগত বছরগুলিতে জামাতের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলাম সেদিকেও দৃষ্টি দিন। সংক্ষিপ্তভাবে আমি কিছু বিষয়ে বর্ণনা করলাম। পুনরায় আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, দোয়ার উপর জোর দিন। আল্লাহতাআলা প্রশাসনগুলিকে এবং শক্তিগুলিকে বুদ্ধি দিন যেন পৃথিবীকে ধ্বংসের দিকে এবং বিনাশের দিকে না নিয়ে যায়।

অনুবাদক: বুশরা হামীদ, নাজারাত নাশরো ইশাআতের নির্দেশক্রমে

Khulasa Khutba Juma Huzoor Anwar 4th December, 2015

BOOK POST (PRINTED MATTER)

To.....

.....

.....

NAZARAT NASHR-O-ISHAAT, QADIAN, INDIA